**গৃহযুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে সব হিরের গল্প, তাদের ডাকা হয় ব্লাড ডায়মন্ড নামে। কারণটা সহজেই অনুমেয়। আফ্রিকার দেশগুলোর কথা উঠেছেই যখন তখন আলোচনার খাতিরে এই কথাটা বলে রাখা ভালো, ওই সব দেশের মধ্যে অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু এখন শান্তি বিরাজমান। যদিও ভবিষ্যতে কখন কী হবে সে কথা এখন থেকে মোটেই বলে রাখা যায় না। এই পৃথিবীর অস্ত্র কেনাবেচার অন্ধকার দুনিয়াটা অথবা ড্রাগ লর্ডদের সাম্রাজ্যে যে লেনদেন চলে অহরহ, সেখানে লোকে কথা বলে হিরের ভাষায়।**

বিজয়বাবু নিজেদের বিবাহবার্ষিকীর তারিখটাই ভুলে মেরে দিয়েছেন। এমনিতে আগের দিন রাত বা সেইদিন সকালবেলাতেও কিচ্ছু বুঝতে পারেননি ঠিকই। মেঘের গর্জন বোঝা গেল সন্ধে নাগাদ, যখন অফিস থেকে ফিরলেন খালি হাতে। যে রকমটা অন্য দিনগুলোতে ফেরেন আর কি। স্ত্রীয়ের মুখ থমথমে দেখেও বিপদটা ঠিক আঁচ করতে পারেননি। কিন্তু রাতে খেতে বসে যখন দেখলেন থালায় চারটে শুকনো রুটি আর ঠিক একটুখানি আলুসেদ্ধ সাজানো, প্রশ্ন করতে বাধ্যই হলেন। উত্তর বড় দীর্ঘ ছিল, সে দাম্পত্য কলহে না জড়ানোই ভালো। তবে মোদ্দা কথা ওই, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র বিয়ের তারিখ তুমি ভুলে গেলে কী করে! সে রাতে বিজয়বাবু সোফায় ঘুমোলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় বিজয়বাবুদের বাড়ির ছবিটা কিন্তু একদম অন্যরকম। হবে না-ই বা কেন! বউয়ের মান ভাঙাতে একগোছা ফুল আর এইটুকুনি একটা ভেলভেটের বাক্সে একটা চোখ ঝলসানো হিরের পেন্ডেন্ট নিয়ে এসেছেন যে তিনি। ডায়মন্ডস আর ফরএভার। আর ফরএভার অভিমানিনীদের মন রাখতে পুরুষদের সহায় হয়ে এসেছে তা।

বিজয়বাবু ওই হিরেটির দাম জানেন, আর একটু সতর্ক ক্রেতা যদি হন, তাহলে নিশ্চিত জানেন সেই হিরের মানও। কিন্তু হিরের গায়ে লেগে থাকা রক্তের ছোপের কথা?

**কাট টু**

এবার স্থানটা অন্য। অন্য দেশ। আফ্রিকার কোথাও একটা। অন্য সময়। পাত্র-পাত্রীরাও আলাদা। একটা অন্ধকার বাঙ্কারে বসে হাতের মুঠোর মধ্যে একটা ছোট্ট ভেলভেটের থলি আঁকড়ে ধরেছে স্যামুয়েল মিমোহ।

তার মুখটা খুশিতে ঝলমল। সে নিশ্চিত জানে থলিতে থাকা এই হিরে দিয়ে কেনা যাবে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। সেই অস্ত্রটা দিয়ে মিনিটে পঞ্চাশটা ফায়ারিং করা যায় অনায়াসে। কাজে লাগবে। খুব কাজে লাগবে। সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে তারা, একটু রক্তক্ষয় না হলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে কী করে! এমনিতেই রেভোলিউশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা আরইউএফের কাজের পদ্ধতিটা ভিন্ন। ভয় দেখাতে স্যামুয়েলরা করে কি, যাকে যখন ধরে আনে, তা সে কোনও সরকারি কর্মী হতে পারে অথবা কোনও সরকারি চর বলে সন্দেহ হয় যাদের, তাদের হাত-পা কিংবা অন্য কোনও প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে। তাতে একদিকে যেমন লোকটাকে তিলে তিলে কষ্ট দেওয়া হল, তেমনই আবার একটা বেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হল অন্যদের সামনে। সে সব ক্ষেত্রে এই একে ৪৭-এর মতো আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না। সে সব লাগে অন্য কাজে।

সিয়েরা লিওন। আফ্রিকা মহাদেশের একটা ছোট্ট দেশ। আকারে ছোট হলেও গণ্ডগোলে বিশাল। সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রেভোলিউশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট। নব্বইয়ের দশকের কথা। শুরু হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ। সিয়েরা লিওন আর একটা কারণেও বিখ্যাত। সে দেশেই রয়েছে বেশ কয়েকটা হিরের খনি। দখলদারির লড়াইটা মূলত রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে হলেও তাতে হিরের কথা এসেই যায়। কারণ সে দেশের অর্থনীতিটাই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার উপর। হিরে কেনাবেচার টাকাতেই বাড়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা। আর সেই হিরে কেনাবেচার টাকাতেই বাড়ে বিদ্রোহীদের অস্ত্রভাণ্ডারও।

সিয়েরা লিওনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের খবর ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে গোটা বিশ্বের সামনে। নাক গলায় রাষ্ট্রসংঘ। পাঠানো হয় শান্তিবাহিনী। রাজধানীর বড় বড় রাস্তায় তখন সেই শান্তিবাহিনীর কুচকাওয়াজের ভারী বুটের শব্দ। এদিকে রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকা হিরের খনিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বিদ্রোহীদের দখলে। সেইসব কালো খনি থেকে উঠে আসা উজ্জ্বল পাথর খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়লেও পড়তে পারে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

কেন? ওই যে বলা হয়েছে আগেই, হিরে বিক্রি করবার টাকাতেই কেনা হচ্ছে অস্ত্র।। সেই অস্ত্রে ভর দিয়ে চলছে যুদ্ধ। আর কে না জানে, সরকার মোটেই বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়ায় না কোনওদিন। তাই খনি থেকে হিরে উঠে তা যাতে আরইউএফদের পকেটে না যায়, সে জন্য যে কোনও পন্থা নিতে রাজি ছিল সিয়েরা লিওন। আর সে সব পন্থাগুলোর মুখের মতো জবাব দিতে রক্ত ঝরাতে পিছপা ছিল না ফ্রন্টও। আর এই দুই শক্তির চাপে পড়ে হিরে নয়, জান কয়লা হয়ে যেতো সেইসব খনিতে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের।

অত্যাচার হত হিরের খনিশ্রমিকদের উপর? বেতন মিলতো না? ধর্ষণ করা হত বুঝি তরুণী-কিশোরীদের? কথা না শুনলে যৌন অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেত না এক্কেবারে কচি বাচ্চারাও?

সবকটা প্রশ্নের উত্তর একটা শব্দেই দিয়ে দেওয়া যায়।

আর খালি সিয়েরা লিওনের কথাই বা উঠছে কেন! কেন বলা হবে না লাইবেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো রিপাবলিক, কোটে ডি'লভয়্যার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক বা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর কথা? সে সব দেশের ছবিটাও কিন্তু খাপে খাপে মিলে যায় একে অন্যের সঙ্গে। আফ্রিকা মহাদেশের এইসব দেশগুলোতে রয়েছে হিরের খনি। বাইরে থেকে দেখতে তা সুন্দরীদের গলায় ঝুলে থাকা চোখধাঁধানো লকেট অথবা কানের লতি কামড়ে পড়ে থাকা দুল কিংবা শোভাবর্ধক হিরের নাকছাবি-আর আসলে তার গায়ে লেগে থাকে যুদ্ধের ইতিহাস, মানুষ মারার গল্প অথবা ড্রাগ মাফিয়া আর অস্ত্রকারবারিদের মূলধন হয়ে উঠবার মতো কালো রংয়ের পটভূমি।

গৃহযুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে সব হিরের গল্প, তাদের ডাকা হয় ব্লাড ডায়মন্ড নামে। কারণটা সহজেই অনুমেয়। আফ্রিকার দেশগুলোর কথা উঠেছেই যখন তখন আলোচনার খাতিরে এই কথাটা বলে রাখা ভালো, ওই সব দেশের মধ্যে অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু এখন শান্তি বিরাজমান। যদিও ভবিষ্যতে কখন কী হবে সে কথা এখন থেকে মোটেই বলে রাখা যায় না।

এই পৃথিবীর অস্ত্র কেনাবেচার অন্ধকার দুনিয়াটা অথবা ড্রাগ লর্ডদের সাম্রাজ্যে যে লেনদেন চলে অহরহ, সেখানে লোকে কথা বলে হিরের ভাষায়। ছোট ছোট দেশগুলোতে সরকার বনাম বিদ্রোহীদের লড়াই অথবা অন্য যে কোনও প্রকৃতির গৃহযুদ্ধের অস্ত্র যার মুলুক তার দুনিয়াদারিতে মূল বাণিজ্যটাই কিন্তু চলে এই হিরে দিয়ে। নগদ টাকার হাতবদল তো আর সবসময়ে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া হিরে দিয়ে খালি প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ ড্রাগের হাতবদলই নয়, যে সব জায়গায় রয়েছে হিরের খনি, সে সব জায়গার হাতবদল নিয়েও তো হামেশাই চলে লড়াই। ২০১৩ সালে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে যে লড়াইটা বেঁধেছিল তার কথাই ধরা যাক। এমনিতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের গল্প তো রয়েইছে, কিন্তু সেবারের লড়াইয়ের ইস্যুটা ছিল অনেকটাই খোলাখুলি। দেশের যে সব এলাকায় হিরের খনি রয়েছে সেগুলোর দখল কে নেবে, এটাই ছিল মোদ্দা কথা। হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল সেই লড়াইয়ে। আর যুদ্ধের জেরে ঘরছাড়া হয়েছিল তো হাজার হাজার। এ তো গেল একটা দেশের একটা মাত্র ঘটনার কথা। আফ্রিকার হীরকখচিত দেশগুলোতে ঘটে চলা এ ধরনের মারামারির খতিয়ান যদি হিসেবে ধরা হয় তবে ব্লাড ডায়মন্ডে এর মধ্যেই লেগেছে প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষের রক্ত। আর কে না জানে, একজন মানুষের মৃত্যুতেই তো আর সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। একটা পরিবার ভেসে যায় এ ধরনের এক একটা ঘটনার জেরে। এক প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যায় এ ধরনের একেকটা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ঘটনায়। যুগের পর যুগ পার হয়ে যায়, কিন্তু ব্লাড ডায়মন্ডের আঁচড়ের ক্ষত রয়ে যায় বুকের মধ্যেই।

হীরক সন্ত্রাস কি ছড়ায় কেবল সন্ত্রাসবাদী অথবা জঙ্গিগোষ্ঠী অথবা চোরাকারবারিরাই? উঁহু। যারা দীর্ঘদিন ধরে এধরনের নিপীড়িত এবং নির্যাতিতদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, যাতে তারা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পায়, তাঁরাই বলছেন-সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে সমান অংশীদারি রয়েছে ওইসব আফ্রিকান রাষ্ট্রেরও। হাত রয়েছে খনি থেকে হিরে তোলার

সিয়েরা লিওনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের খবর ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে গোটা বিশ্বের সামনে। নাক গলায় রাষ্ট্রসংঘ। পাঠানো হয় শান্তিবাহিনী। রাজধানীর বড় বড় রাস্তায় তখন সেই শান্তিবাহিনীর কুচকাওয়াজের ভারী বুটের শব্দ। এদিকে রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকা হিরের খনিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বিদ্রোহীদের দখলে